****

বাংলাদেশে করোনা মহামারী চলাকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার উপর দেশ-কেন্দ্রিক একটি বিশ্লেষণমূলক গবেষণা

গবেষণায়  
  
সালমা মাহবুব   
মুহাম্মদ ইফতেখার মাহমুদ

# কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

প্রথমেই আমরা আমাদের এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং জীবনকাহিনী আমাদের সাথে বিনিময় করেছেন। আপনাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা এই গবেষণাকে বৃহৎ পরিসরে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। একইসাথে, আমাদের এই সমীক্ষা এগিয়ে নিতে সকল ধরনের সহযোগিতার জন্য সিবিএম গ্লোবাল ডিজেবিলিটি ইনক্লশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষত, সিবিএম গ্লোবাল ডিজেবিলিটি ইনক্লশন এর এলিজাবেথ লকউড এবং স্টেক হোল্ডার গ্রুপ অব পারসনস উইথ ডিজেবিলিটি এবং ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড ইউনিয়ন এর হোসে ভিয়েরাকে তাদের মূল্যবান দিকনির্দেশনার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নাজনীন মুন্নি, জুয়েল আহমেদ, নিশাত আফরোজ এবং আব্দুস সামাদ - যারা এই গবেষণা কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

## **সারসংক্ষেপ**

এটি একটি গুণগত গবেষণা সমীক্ষা যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশীদার পক্ষের দ্বারা ২০২১ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোভিড -১৯ সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অতিরিক্ত এবং নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটি নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল। এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে উপ-কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল।

২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতার ধরণ এবং বাংলাদেশের ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করে এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়। এতে প্রতিয়মান হয় যে বিদ্যমান বাধাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড ১৯ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানগুলি নিম্নরূপ-

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো প্রস্তুত করা হয়নি, বিশেষত গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ ও টিকা প্রদানে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিক কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি।

সরকারের নগদ সহায়তা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেকার পরিস্থিতি বিশেষ বিবেচনা পায়নি। এছাড়াও, নতুন চাকরি প্রার্থীদের কর্মসংস্থান চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে এবং প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তারা সরকারী আর্থিক প্রনোদনা প্যাকেজ থেকেও কোন সুযোগ সুবিধা পান নি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা এবং জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য ও তার অভিগম্যতার অভাব ২০৩০ এর এজেন্ডা ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ এর স্বীকৃতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি ঝুঁকিপূণ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

জরুরী সঙ্কট মোকাবেলার সময় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার বৈষম্যমূলক নীতি প্রয়োগের চিত্র ফুটে উঠেছে। যদিও তারা প্রতিবন্ধী ভাতার নিয়মিত প্রার্থী এবং যা খুবই নামমাত্র ও ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক বা বার্ষিক কিস্তিতে প্রদান করা হয়। এমনকি এই মহামারী পরিস্থিতিতেও, জরুরি ভিত্তিতে তা দেয়া হয়নি।

অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উঠে আসা সুপারিশগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ-

* আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠী, জাতিসংঘ সংস্থার উচিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে ডিপিও গুলোকে অংশীদার করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পৃথক সূচক নির্ধারণ করা।
* নাগরিক সংগঠন (সিএসও), এনজিও এবং ডিপিওদেরকে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সরকারী পদক্ষেপগুলোর তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার প্রবেশগম্য উপায়ে প্রদানের কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।
* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা, প্রবেশগম্যতা এবং সামাজিক সুরক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক অভিযোগ সেল গঠন করতে হবে।
* সামাজিক সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনা করা উচিত যাতে করে কোভিড-১৯ মহামারীর মতো জরুরি সঙ্কটের সময় এটি আরও বেশি একীভূতভাবে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

আর্থিক এবং মানবসম্পদের ঘাটতির পাশাপাশি মহামারীর কারনে আমাদের এই গবেষণায় ফোনে এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের বৈষম্য থেকে রক্ষা করতে গবেষণার ফলাফল, স্থানীয় ডিপিও, দ্বিপাক্ষিক দাতাসংস্থা, জাতিসংঘ এজেন্সি এবং আইএনজিও ব্যবহার করতে পারবে। এখানে এমন কিছু নতুন অনুসন্ধান উঠে আসবে যা ২০৩০ এর এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই গবেষণা, সরকারের সাথে প্রমাণ ভিত্তিক জনওকালতি শক্তিশালী করবে এবং অন্যান্য দেশের ডিপিও নেতাদের সাথে তথ্য ভাগ করে নিতে সহায়তা করবে।

# সূচীপত্র

[কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ১](#_Toc73457547)

[সারসংক্ষেপ ৩](#_Toc73457548)

[ভূমিকা ৬](#_Toc73457550)

[গবেষণা পদ্ধতি ৭](#_Toc73457551)

[প্রধান অনুসন্ধান ৮](#_Toc73457552)

[কোভিড-১৯ বিষয়ক মতবিনিময় ৯](#_Toc73457553)

[১. কোভিড -১৯ এর সময়ে জীবনযাত্রার পরিবর্তনসমূহ ১০](#_Toc73457554)

[১.১ দৈনন্দিন জীবন ১০](#_Toc73457555)

[১.২ কল্যাণ ১০](#_Toc73457556)

[১.৩ খাদ্য ও পানির ব্যাবহার ১১](#_Toc73457557)

[১.৪ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ১৩](#_Toc73457558)

[২. কোভিড ১৯ চলাকালীন জীবনধারন ১৩](#_Toc73457559)

[২.১ গৃহস্থালী দায়িত্ব ১৩](#_Toc73457560)

[২.২ বর্ধিত পরিবারসমূহ ১৪](#_Toc73457561)

[২.৩ ব্যক্তিগত সহায়তাকারী ১৪](#_Toc73457562)

[২.৪ প্রতিষ্ঠান ১৫](#_Toc73457563)

[২.৫ স্বাধীনভাবে বসবাস ১৬](#_Toc73457564)

[৩. কোভিড-১৯ সময়ে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশ ১৬](#_Toc73457565)

[৩.১ চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার ১৬](#_Toc73457566)

[৩.২ অবাধ তথ্য প্রবাহে প্রবেশাধিকার ১৮](#_Toc73457567)

[৩.৩ ওষুধের অবাধ প্রাপ্তি ১৯](#_Toc73457568)

[৪. কোভিড -১৯ চলাকালীন সামাজিক সুরক্ষায় পরিবর্তন ১৯](#_Toc73457569)

[৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানে কভিড -১৯ এর প্রভাবসমূহ ২১](#_Toc73457570)

[৬. কোভিড-১৯ চলাকালীন অপরাধ এবং সহিংসতায় পরিবর্তনসমূহ ২২](#_Toc73457571)

[৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ সুবিন্যাস্ত উপাত্ত ২৩](#_Toc73457572)

[৮. জনওকালতি ২৪](#_Toc73457573)

[৯. সুপারিশ ২৫](#_Toc73457574)

[১০। উপসংহার ২৬](#_Toc73457575)

[*সংযুক্তি ১* ২৬](#_Toc73457576)

# ভূমিকা

INTRODUCTION

The world has faced a global outbreak of the COVID-19 in the year 2020. The rapid spread of

COVID-19 has resulted in a significant slowdown of economic activities as the lockdown and

social distancing measures were introduced and followed in most countries to control the spread

of the virus. As a result of the closures, people all over the world failed to maintain their

financial, social, educational, and mental issues. Closing businesses continue to lose jobs and

earning sources, in which the poverty has increased and life has been hampered in every sphere

of life. Moreover, the 2030 Agenda that focuses on ‘No One Left Behind’ has been challenged

and the development of persons with disabilities is lagging

INTRODUCTION

The world has faced a global outbreak of the COVID-19 in the year 2020. The rapid spread of

COVID-19 has resulted in a significant slowdown of economic activities as the lockdown and

social distancing measures were introduced and followed in most countries to control the spread

of the virus. As a result of the closures, people all over the world failed to maintain their

financial, social, educational, and mental issues. Closing businesses continue to lose jobs and

earning sources, in which the poverty has increased and life has been hampered in every sphere

of life. Moreover, the 2030 Agenda that focuses on ‘No One Left Behind’ has been challenged

and the development of persons with disabilities is lagging

২০২০ সালে সারাবিশ্ব কোভিড -১৯ নামক এক মহামারির প্রাদুর্ভাবের মুখোমুখি হয়েছে। কোভিড -১৯ ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়, কারন সংক্রমন ঠেকাতে বেশিরভাগ দেশে লকডাউন এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা নামক ব্যবস্থার জারি করা হয়েছে। ফলে, সারা বিশ্বের মানুষ তাদের আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। একই সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া, চাকরি হারানো এবং উপার্জনের উৎস হারানোর ফলে দারিদ্র্যতা বেড়েছে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তদুপরি, ২০৩০ এর এজেন্ডা ‘কাউকে পিছনে ফেলে নয়’ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিকাশ পিছিয়ে পড়ছে।

কোভিড -১৯ মহামারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে তাৎপযপূণ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এটি একটি সার্বজনীন এবং বৈষম্যহীন প্রতিবন্ধকতা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল দেশের মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এবং যা চলমান। IDA-IDDC এর সাম্প্রতিক এক কার্যক্রমে এমনই চিত্র উঠে এসেছে; জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবা সমূহের ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এবং লকডাউন চলাকালীন জীবন ধারনে ব্যক্তিগত সহায়তা পরিষেবা, এমন কিছু জটিল সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও অন্যান্য যেসকল কারণগুলো এখনও সনাক্ত করা যায়নি সেজন্য বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ের জোড়ালো পদক্ষেপ প্রয়োজন যাতে ২০৩০ এজেন্ডার প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে অবশিষ্ট ১০ বছরে আরও দৃঢ়ভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়।

এছাড়াও, ভবিষ্যতে এবং ২০৩০ এর এজেন্ডা ছাড়িয়ে আরও সুদূরপ্রসারী চিন্তার জন্য, জাতীয় ও স্থানীয় উদাহরণস্বরূপ প্রভাবিত বৈশ্বিক আয়োজনগুলোতে সরকার এবং আইএনজিও র’ দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির -অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং কমসূচী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিবেচনার জন্য এখন আরও জরুরি হয়ে উঠছে। বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে লেবেলযুক্ত গ্রাফিক ২ মার্চ ২০২০ এর সুপারিশগুলোকে পরিমার্জন করতে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মহামারী-সংক্রান্ত যে নতুন নতুন বাধা এবং বৈষম্যের মুখোমুখি হন সেগুলি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। গত দশ বছরে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তার পূনপ্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করারও এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

এই সুপারিশগুলির বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্টেকহোল্ডার গ্রুপের লক্ষ্য ছিল যে কোভিড -১৯ মহামারীটি বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর কী প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে অন্যান্য গবেষণার পরিপূরক হিসাবে অতিরিক্ত এবং নতুন তথ্য সংগ্রহ করা। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য এবং জীবনকাহিনীগুলোর সহায়তায় কোভিড পরবর্তী নীতি এবং কর্মসূচী নির্ধারণ করা। বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের কাজ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো ভবিষ্যতের নীতি ও কর্মসূচীসমূহের মধ্যে থেকে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষত স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান/জীবনযাত্রা এবং প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে। এই প্রকল্পটি, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার এবং তথ্য বিশ্লেষণ সহ দূরবর্তীভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং গুণগত গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

# গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, প্রাথমিক উৎসগুলোর অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলোর গুণগত বিশ্লেষণ।

তথ্য সংগ্রহের জন্য, বাংলাদেশে ২০২১ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত একটি সমীক্ষা চালানো হয়ে যাতে উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী এবং নথি বিশ্লেষণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। যেহেতু কোভিড -১৯ এর কারণে সারা দেশে লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা ছিল, তাই সাক্ষাৎকারগুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, আমরা গুগল মিট এর মাধ্যমে এবং বাংলা ইশারা ভাষার দোভাষীর সহায়তা নিয়েছি। একই সাথে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য একটি লিখিত নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলি কোভিড -১৯ এর সাথে যুক্ত কিছু বিষয়াবলীর উপর দৃষ্টি রেখে করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, জীবনযাপনের চলমান অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তার উদ্বেগ, বেকারত্বের সমস্যা বা চাকরি হারানো, সহিংসতা ও অপরাধ বৃদ্ধি এবং প্রকৃত তথ্যের অভাব।

মহামারী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পর, সেগুলি গবেষণার ফলাফলে রূপায়নের জন্য নিয়মানুসারে পুনরায় বিশ্লেষণ, একত্রিত এবং পৃথক করা হয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন কিছু প্রশ্নের উত্তর দেননি।

গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার প্রয়োজনে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং অন্য সকল ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

এখানে চব্বিশজনের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে ১২জন নারী এবং ১২ জন পুরুষ প্রতিবন্ধী মানুষ অংশ নিয়েছেন। আটটি বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও রংপুর থেকে অংশগ্রহণকারীদের বাছাই করা হয়েছিল। এর মাঝে ১২জন শহরে, ১১জন গ্রামে এবং ৩জন উপ শহরে বসবাস করে। অংশগ্রহণকারীরা ২২ থেকে ৫৫ বছর বয়সী।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া ৬জন ডিপিও নেতা, ৫জন শিক্ষার্থী, ৪জন চাকরিজীবী, ২জন উদ্যোক্তা, ৪জন বেকার এবং ৩জন কোনও পেশায় নিযুক্ত নয়।

এই গবেষণায় যথাসম্ভব বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মহামারীর কারণে মানবসম্পদের ব্যবহার, আর্থিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুকুল পরিস্থিতির অভাব এই গবেষণার পথে বাধা ছিল।

# প্রধান অনুসন্ধান

মহামারীর আগে, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) এবং সরকারের মধ্যকার সহযোগিতা মনোভাব উন্নত হচ্ছিল। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (সিআরপিডি) এর ধারণা প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মহামারীর জন্য উল্লেখিত সকল অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অধিকারভিত্তিক এজেন্ডাগুলো পিছনে পড়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সরকারী উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা মুখোমুখি সাক্ষাৎ করতে রাজি ছিল না এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকারের পক্ষে জনওকালিত কাজের বিষয়ে বা সহায়তায় ফোনে সাড়া দিতেও নারাজ ছিল। ফলে, ডিপিও নেতাদের এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে।

নিয়মিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করার কারণে, সরকার খাদ্য বা নগদ সহায়তা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা জরুরী সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং যেটি সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি ও জরুরি সহায়তা নীতির মধ্যে বৈষম্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা বিশেষকরে রাজনৈতিক নেতারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ডিপিওভুক্ত ব্যক্তিদের অনুরোধকে উপেক্ষা করেছেন। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণা তৈরি করেছে।

এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) এবং বিভিন্ন কর্পোরেট/যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিপিও-র মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। সুতরাং এটি একটি ভাল প্রবণতা যা ডিপিও এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার সম্পর্ককে জোরদার করেছে। এই অবস্থায়, ডিপিও-র মধ্যে সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের জন্য মঙ্গলজনক।

কোভিড -১৯ এর প্রভাবে কর্মসংস্থান এবং জীবিকা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ তাদের চাকরি হারিয়েছেন যা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারকে অস্থির করে তুলেছে। তাই, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, বিশেষত গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া, বিশেষ করে বেসরকারী ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে উঠবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে সেশনজট তৈরি হয়েছে, এরফলে শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হতে আরও অনেক সময় লাগবে। উপরন্তু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন দেখা গেছে। স্মার্টফোন, কম্পিউটারের অভাব, ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য মোবাইল ডেটা কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবের পাশাপাশি মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর নিম্নমানের নেটওয়ার্ক কভারেজ এবং গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ বা কম ব্যান্ডউইথের কারণে ডিজিটাল বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলছে।

নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি না পাওয়া, দীর্ঘায়িত শিক্ষা জীবন এবং বিভিন্ন উদ্যোক্তা উদ্যোগ বাঁধাগ্রস্ত হওয়া অথবা উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম বন্ধ হওয়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হতাশা ও উদ্বেগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এসবই সামগ্রিক শিক্ষা এবং কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, গবেষণায় সকল অংশগ্রহণকারীরা, কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হলে সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগের সম্ভাবনার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পরিবারের সদস্যদের টিকা পাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন কারন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, বিশেষ করে গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রাত্যহিক জীবনে তাদের পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভরশীল। যথাযথ পরিবহণ ব্যবস্থা এবং প্রবেশগম্যতার অভাবও চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। সরকার নিয়মিত কোভিড -১৯-এ আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য প্রকাশ করে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে এমন কোনও তথ্য নেই। ইতিমধ্যে কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি টিকা গ্রহণ করেছেন তার কোন তথ্য প্রকাশিত হয়নি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিষয়ক কোন তথ্য কোভিড -১৯ এর সরকারী এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও)’র গবেষণায় উঠে আসেনি। তবে কিছু ডিপিও, সিএসও এবং আইএনজিও ছোট আকারের গবেষণা চালিয়েছে যেখানে কোভিড -১৯ মহামারী এবং তার পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুরাবস্থার ও দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে।   
  
সুতরাং, আমরা ‘কাউকে পিছনে ফেলে নয়’ এর লক্ষ্য অর্জনের এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও জরুরী প্রতিক্রিয়ার প্রতি সিআরপিডি প্রতিশ্রুত ২০৩০ এর এজেন্ডায় তথ্য বিপ্লব অর্জনের ঝুঁকিতে রয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো এবং জাতিসংঘকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মহামারীটির বিরুদ্ধে গৃহীত অগ্রগতি এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য প্রদানের জন্য সরকারের উপর আরও চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানাই।

# কোভিড-১৯ বিষয়ক মতবিনিময়

কোভিড -১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নতুন সংগ্রামের অভিজ্ঞতার তথ্য জানতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট একগুচ্ছ প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলি সংযুক্তি-১ হিসাবে যুক্ত করা হল।

# ১. কোভিড -১৯ এর সময়ে জীবনযাত্রার পরিবর্তনসমূহ

## ১.১ দৈনন্দিন জীবন

অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই বলেছিলেন যে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষত আয়ের অভাব বা চাকরির অপ্রুতুলতার কারণে খাদ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। অনেক পরিবার তাদের আত্মীয়স্বজনের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন এবং এজন্য পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করা হলেও বেশিরভাগ সময়ই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে সেগুলো পৌঁছানোর উদ্যোগ বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী বা গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যথাযথ পরিবহণের অভাবে সেই খাদ্য সহায়তার কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। সমাজসেবা থেকে বৈষম্যমূলক ঘোষণাও করা হয়েছিল যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যারা প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন (প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা, প্রায় ৯ মার্কিন ডলার) তারা জরুরী খাদ্য সহায়তার আওতায় পড়বেন না অথবা জরুরী খাদ্য সহায়তা পাবেন না।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেছেন, বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- সরকারের জরুরি সহায়তা প্রদান থেকে বঞ্চিত করা, এমনও দেখা গিয়েছে যে, কিছু পরিবারে প্রতিবন্ধী মানুষের সুরক্ষামূলক উপকরণ প্রদান করা, নিয়মিত চিকিৎসা থেরাপি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইত্যাদি।

## ১.২ কল্যাণ

নতুন দুটি পদক্ষেপ, লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ঘরের বাইরের কার্যক্রমকে হ্রাস করেছে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। এই বিশেষ পরিস্থিতি নিঃসঙ্গতা, আলস্যতা বৃদ্ধি করেছে এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার সম্ভাবনাকে সংকুচিত করেছে।   
  
যেহেতু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলার জন্য অন্য কারো উপর নির্ভর করতে হয়, তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছাড়া তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া অথবা কোনও জরুরি কার্যক্রম সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও, মাস্ক পরে বা না পরে কে তাকে সহায়তা করতে আসছে তা তাদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়। এটি কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। একইভাবে সামাজিক দূরত্বের বিষয়গুলো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ঘটে যার কাছে তারা কোন সাহায্য গ্রহণ করছেন। উত্তরদাতাদের ৮৩ শতাংশ বলেছেন লকডাউন ব্যবস্থা তাদের মানসিক সুস্থতায় বিশাল প্রভাব ফেলেছে। দীর্ঘক্ষণ ঘরে বসে থাকা, হঠাৎ চাকরি হারানো বা বেকারত্ব, সঠিক খাবারের অভাব, কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অপ্রতুলতা, এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং সেশন জট তৈরি হওয়া, নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা ইত্যাদি উত্তরদাতাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ।

## ১.৩ খাদ্য ও পানির ব্যবহার

লকডাউন পরিস্থিতি চলাকালীন, ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তাদের খাদ্য ও পানি পেতে অসুবিধা হয়েছে। এর প্রধান কারণগুলো হলো বেকারত্বের কারণে অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা পতন, যা তাদের প্রতিদিনের আয়ের সাথে যুক্ত ছিল। আর্থিক অসঙ্গতির কারনে তাদের অনেকেই খাদ্য তালিকা থেকে মাছ বা মাংস বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ কেবল শুকনো খাবার খেয়েছিল যেমন চিড়া, মুড়ি এবং বিস্কুট ইত্যাদি যা তাদের বাড়িতেই ছিল। লকডাউনের কারণে তারা বাজারে যেতে পারেননি এবং সরকারও সেই সময়ে কোনও খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করেনি। এই পরিস্থিতিতে কিছু অংশগ্রহণকারী তাদের দৈনন্দিন খাবারের জন্য নিকটাত্মীয়দের সহযোগিতা গ্রহণ করতে বা তাদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন।

মধ্যম আয়ের পরিবারগুলি ভিন্ন ধরণের বিড়ম্বনায় পড়েছিল। পারিবারিক মর্যাদাকে মাথায় রেখে তারা যেমন কোনও খাদ্য সহায়তার চাইতে পারেনি তেমনি খাদ্য মজুদ করার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট অর্থও ছিল না। এমনকি নগরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা বিতরণ করা খাবারগুলোও তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। সুতরাং তাদের জন্য প্রতিদিনের খাবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি এবং তাদের শুকনো খাবারের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

আমাদের দেশের দক্ষিণ অংশের লবণাক্ত অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশের পার্বত্য অঞ্চল বাদে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা নেই। লোকেরা সাধারণত সরকারী পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ও নিজস্ব নলকূপের মাধ্যমে পানি পেয়ে থাকেন। তবে সমস্যাটি হ'ল কখনও কখনও কিছু জায়গায় এই সরবরাহ থেকে নোংরা পানি আসে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ হয় না। ২৪ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ বলেছেন পানি এবং খাদ্য সরবরাহে তাদের সমস্যা ছিল। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগ নলকূপের মাধ্যমে পানি পেয়েছেন। পানি সরবরাহ ও পয়োনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) এবং পৌরসভাও পানি সরবরাহ করেছে। তবে সরবরাহিত পানি পান করা নিরাপদ বা পর্যাপ্ত ছিল না বলে কখনও কখনও কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদিনের কাজকর্মের জন্য পানি ক্রয় করতে হয়েছিল। একজন অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে তারা সরবরাহ থেকে নোংরা পানি পেয়েছেন। সেদ্ধ এবং ফিল্টার করে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

***“*আমাদের এখানে যে পানিটা আসে সেটা খুব নোংরা, গত বছর কোভিডের সময় আরও বেশি নোংরা পানি পেয়েছি। আমরা ফুটিয়ে এবং ফিল্টার করে খাচ্ছি তবে কতটা নিরাপদ হচ্ছে জানি না। বাংলাদেশে নিরাপদ পানি আসলে পাওয়া যায় না, আমি কখনই পাই নি। আমরা যদি দোকান থেকে পানি কিনেও আনি সেখানেও ময়লা পাওয়া যাবে। আমার ধারণা করোনার সময়ে এই সমস্যাটা আরও বেড়েছে”**

*কিছু জায়গায় লকডাউন পরিস্থিতিতে নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল কারণ পুলিশ নলকূপগুলো পাহারা দিচ্ছিল এবং কিছু উত্তরদাতাদের জন্য দূরত্ব একটি সমস্যা ছিল। সেক্ষেত্রে, কোভিড -১৯ এর সময় যথাযথ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য দরকারি সব পণ্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তা সকলের ক্রয়সামর্থ্যের বাইরে চলে গিয়েছে, বিশেষত গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।*

গ্রামে মানুষকে পুকুরের পানির উপর নির্ভর করতে হয় যা খুব বেশি নিরাপদ নয়। কিছু ক্ষেত্রে, নলকূপগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি ব্যবহারের জন্য অনেক দূরে ছিল। কিছু জায়গায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না এবং সেই ক্ষেত্রে পানি সংগ্রহের জন্য বিদ্যুৎ সমর্থিত মোটর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতা পানি সংগ্রহের জন্য আরেকটি সমস্যা ছিল। যে কারণে, অনেক পরিবারকে একবারে ২/৩ দিনের জন্য খাবার রান্না করে ফ্রিজে সংরক্ষন করতে হয়েছে। কিন্তু আবারও অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না থাকা বা সরবরাহ কম থাকায় খাবার পচে যাওয়ার সম্ভাবনাকে যেমন বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি এটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে।

## ১.৪ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারী বা বেসরকারী পরিষেবা থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি। তাদের নিজ উদ্যোগে বা ব্যয়ে তাদের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনতে হয়েছে। তারা পিপিই সংগ্রহ করতে পারেননি কারন সেগুলো ছিল অনেক ব্যয়বহুল এবং কোথায় পাওয়া যায় তাও তারা জানেন না। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে কুমিল্লার স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃপক্ষ থেকে প্রতি পরিবারে একটি করে ফেসিয়াল মাস্ক বিতরণ করা হয়েছিল এবং একজন অংশগ্রহণকারী গাজীপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পিপিই পেয়েছিলেন। অন্য একজন অংশগ্রহণকারী যখন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার - ইউএনও (উপ-জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) এর সাথে কাজ করছিলেন তখন নিজেকে রক্ষার জন্য একটি বিশেষ পোশাক পেয়েছিলেন। তবে ২৪জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই ৩জন ব্যতীত কেউ পিপিই পান নি। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ উদ্যোগে এবং ব্যয়ে সুরক্ষামূলক উপকরণগুলি (কেবল মাস্ক এবং স্যানিটাইজার) সংগ্রহ করেছিলেন। কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারী সংস্থা বা অন্যান্যদের কাছ থেকে মাস্ক পেয়েছিলেন।

# ২ কোভিড ১৯ চলাকালীন জীবনধারন

## ২.১ গৃহস্থালী দায়িত্ব

প্রতিবন্ধী অংশগ্রহনকারীরা তাদের নিজের ব্যয় নিজেরাই বহন করতে অভ্যস্ত ছিল তবে, কোভিড -১৯ এর কারণে তারা তাদের কাজ যেমন খন্ডকালীন শিক্ষকতা বা অন্য চাকরি হারিয়েছেন। এর ফলে এখন তারা তাদের পরিবারের সদস্য বা অন্যান্য আত্মীয়দের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকায়, এখন পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যেমন - ছোট ভাই বা বোনকে, তাদের পড়াশোনা যথাসম্ভব চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ীতে অতিরিক্ত যত্ন প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অনলাইন ক্লাস চলছে তবে ইন্টারনেট সংযোগের দুর্বলতার কারণে ঢাকার বাইরে থেকে এই ক্লাসগুলোর পুরো সুবিধা পাওয়ার সুযোগটি খুব কম। দু'জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ের এক বোন বলেছিলেন যে তার বোনদের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো যেগুলোতে তারা নিয়মিত অংশ গ্রহণ করত এবং উপভোগ করত, সেগুলো বাদ দিয়ে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, যা তাদের জন্য খুব কষ্টের। তাই এখন তাদের ব্যস্ত রাখা এবং একই সাথে তাদের পড়াশোনা নিয়ে কাজ করা তার একধরনের বাড়তি কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ অংশীদাররা পরিবারের কাজে নিজেকে যুক্ত করতেন না। তবে বাড়িতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার কারণে এখন তারা কিছুটা দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রতিবন্ধী যুবকরা কেনাকাটা, বাড়ি পরিষ্কার করা, তাদের ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেয়া ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে তাদের ছোট-বড় গৃহস্থালি কাজ এবং অন্যান্য কাজ যেমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিবর্তন করা বা পানির কল ঠিক করা ইত্যাদি কাজ করতে হয়েছিল যা দীর্ঘদিন ধরে করার প্রয়োজন ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল যে তার ভাগ্নীর পড়াশোনার ব্যয়ের জন্য তাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে কারণ তার বোন চাকরি হারিয়েছেন এবং ছেলের পড়াশোনার ব্যয় বহন করতে পারছেন না।

লকডাউনে দীর্ঘ সময় বাড়িতে থাকার জন্য পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাবই লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছিলেন, যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে কারণ তারা একে অপরকে আগে এভাবে যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি এবং অন্যরা বলছিলেন যে দীর্ঘকাল বাড়িতে থাকায় তাদের মধ্যে সংঘাত আরও বেড়ে গিয়েছে।

## ২.২ বর্ধিত পরিবারসমূহ দৈনিক কাজের অভাব এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কয়েকজন তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করতে শুরু করেছিল এবং যার ফলে তাদের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সীমিত বাসস্থান ও অন্যান্য জায়গাগুলি শেয়ার করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট বিছানা ৩জনকে ভাগ করে নিতে হয়েছে। এছাড়াও, শিশুরা বাড়িতে সবসময় থাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তদুপরি, একটি পরিবারে একটি নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণের ফলে অতিরিক্ত দায়িত্ব, মনোযোগ এবং যত্নের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছিল। একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানান, তার আয়ের অভাবে এবং পরিবারের বেকার সদস্যদের কারণে তিনি তার বাড়িতে এক ভয়ঙ্কর সময় কাটাচ্ছেন। চাকরি চলে যাওয়া বা কোন কাজ না করার ফলে অনেক পরিবারের কিছু সদস্যকে শহর থেকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়েছে। সুতরাং ঘর, বিছানা, রান্নাঘর, টয়লেট ইত্যাদির মতো বাড়ির সীমিত স্থানগুলো, যা দু'জন সদস্য দ্বারা ব্যবহৃত হত, এখন সেগুলো তার দ্বিগুণ সদস্যের সাথে শেয়ার করতে হচ্ছে। এটি তার দৈনন্দিন জীবনে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। তদুপরি, তিনি তার বড় ভাইদের কাছ থেকেও দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন, কখনও কখনও যেটি শারীরিক অত্যাচার বা হিংস্র আচরণে রূপ নিচ্ছে।

অন্য একজন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলছিলেন যে তার ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে কারণ লকডাউনের কারনে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে। তবে তার জন্য কোনও অতিরিক্ত বিছানা নেই, ঘরে কেবল দুটি বিছানা রয়েছে, একটি তার এবং তার স্ত্রীর জন্য এবং অন্যটি তার উঠতি বয়সী মেয়ের জন্য। ঘরের ভিতরে অন্য বিছানা রাখার মতো জায়গাও নেই, তাই ছেলের ঘুমানোর জন্য তাকে ঘরের বাইরে একটি বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

## ২.৩ ব্যক্তিগত সহায়তাকারী

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন নেয়ার জন্য ব্যক্তিগত সহায়তাকারী কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে না। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের পরিবারগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে করতে হয়। সুতরাং, এই কোভিড -১৯ পরিস্থিতি আগের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোভিড -১৯ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেননি, কারণ তথ্যগুলি বাংলা ইশারা ভাষায় সরবরাহ করা হয়নি। মহামারী হওয়ার আগে তার যখনই কোনও ইশারা ভাষায় ব্যাখ্যার দরকার পড়েছে তখনই সাথে কাউকে নিয়ে যেতে পারত। তবে এখন কাউকে পাওয়া খুব কঠিন। ব্যক্তিগত সহকারীর সহায়তার অভাবে গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২৪ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেছেন যে কোভিড -১৯ মহামারীর পরে ব্যক্তিগত সহায়ক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, ২৯ শতাংশ ব্যক্তি বলেছেন এটি তাদের প্রভাবিত করেনি এবং ১৭ শতাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এটি প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের কোনও ব্যক্তিগত সহায়তাকারীর প্রয়োজন নেই বা তাদের নিকট আত্মীয় যারা রয়েছেন তারাই তাদের সহায়তা করেন।

## ২.৪ প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে প্রতিষ্ঠানের বাইরে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিত যোগাযোগ নেই। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে বোঝান হয়েছে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, কর্মজীবী ​​পুরুষ বা মহিলা হোস্টেল, বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় ছাত্রাবাস ইত্যাদি। দীর্ঘ লকডাউনে খাদ্যের অপ্রতুলতা এবং যত্নের সুব্যবস্থা না থাকায় এইসকল প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বেশিরভাগই তাদের গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সরকার পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ে বসবাসকারী বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অত্যন্ত দরিদ্র। মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে হয়েছিল। এখন তারা খুব অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করছে কারণ বেশিরভাগ পরিবার তাদের দিনে ৩ বেলা খাবার সরবরাহ করতে পারছে না। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোভিড-১৯ এর কারণে অজানা বা অচেনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও ধরণের সহায়তা নিতে সংকোচ বোধ করেছেন, বিশেষত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা।

একজন অংশগ্রহণকারীকে লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরকার পরিচালিত মহিলা হোস্টেলে একা বাস করতে হয়েছিল কারন তার যাওয়ার বিকল্প কোন জায়গা ছিল না। উপরন্তু, হোস্টেল ক্যাম্পাসে কম্পিউটার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, তার জীবনকে প্রযুক্তিবিহীন করে ফেলেছিল যা তাকে বাইরের বিশ্ব থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ৫৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী, প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন না, ৪২ শতাংশ বলেছেন তাদের কাছে এ সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য রয়েছে এবং ৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর এ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই।

২.৫ স্বাধীনভাবে বসবাস

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী, ৯৬ শতাংশ, প্রয়োজনের সময় দীর্ঘদিন নির্দ্বিধায় বাইরে যেতে না পারায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। বিশেষত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোভিড -১৯ এর কারনে যে কোন সহায়তা, যার জন্য কাউকে স্পর্শ করার দরকার পড়ে, তা নিতে ভয় পেতেন। এ পরিস্থিতির কারণে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং যা তাদের একাকীত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। গুরুতর প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীদের করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির জন্য তাদের সহকারীকে হারাতে বা ছেড়ে দিতে হয়েছিল যা তাদের স্বাধীনতাকে ভীষণভাবে সংকুচিত করে ফেলেছে। চাকরি হারানোর কারণে আয়ের উৎস না থাকায় কিছু অংশগ্রহণকারী তাদের পরিবারের সদস্য বা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। একজন নারী অংশগ্রহণকারী যিনি মহিলা হোস্টেলে বাস করতেন, তার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে তাকে একাধিক বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

# ৩. কোভিড-১৯ সময়ে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশ ৩.১ চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার

এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোনও বিশেষ সেবা সরবরাহ করা হয়নি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি কোভিড -১৯ পরীক্ষা করাতে চান তবে তাদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। যেখানে কোভিড পরীক্ষা করা হয় সেখানে তাদের সাধারণ মানুষের কাতারে অপেক্ষা করতে হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে, অনুরোধের ভিত্তিতে, যে ব্যক্তিরা পরিষেবাগুলি সরবরাহ করেন তারা যদি বিবেচনা করেন তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিষেবাটি দেওয়ার অনুমতি দিতে পারেন। কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধার অভাব, গ্রামে বসবাস, পরিবহণের অভাব এবং পরিচর্যাকারীর সহায়তার অভাবের কারনে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হয়েছে।

যদি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হন তাহলে তাকে কিভাবে সেবা দেয়া হবে সে বিষয়ে হাসপাতালে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিবন্ধী মানুষের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যে ভিন্নতা সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই, বিশেষ করে জরুরী মূহুর্তে।

৮৩ শতাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তারা আতঙ্কের মধ্যে আছেন এই ভেবে যে তারা যদি করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাদের হাসপাতালে থাকতে হয় তবে তারা সাধারণ মানুষের জন্য সরবরাহকৃত জীবন রক্ষাকারি সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না। কারণ হাসপাতাল কোনও সহায়তাকারীকে তাদের সাথে থাকতে দেবে না। মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত একজন প্রতিবন্ধী নারী, যিনি একজন সিঙ্গেল মা, জানান তিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি চিকিৎসকের কাছে যেতে পারছেন না যখন থেকে মহামারীটি গত বছর ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল। তার প্রেশার সোর চিকিৎসার সাথে হিমোগ্লোবিনের অভাবজনিত কারনে নতুন রক্ত বদলানোর জন্যও চিকিৎসা প্রয়োজন পড়ে। তিনি এখন যে গ্রামে বাস করছেন এই চিকিৎসাগুলো সেখানে সম্ভব নয়, তাই তার স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী হিসাবে প্রবেশগম্যতার অভাব এবং অর্থের অপ্রতুলতা তার জন্য বড় বাধা। একজন বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী উত্তরদাতা বলেছেন যে তিনি প্রতি মাসে মেডিকেল চেক-আপ করতে যেতেন, তবে কোভিড -১৯ অবস্থার কারণে তিনি এ বছরে শুধুমাত্র দু'বার চেক-আপ করতে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

***“আমরা সচরাচর হাসপাতালে যেসব রোগের চিকিৎসার জন্য যেতাম মহামারীর কারনে ঐ সব রোগের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ঠিকমতো পাইনি। আমাদেরকে ঠিকমতো হাসপাতালে ঢুকতেই দেয়নি। হয়রানি, বাকযুদ্ধ করার পর গুটি কয়েকজন নির্ধারিত চিকিৎসা পেয়েছে। করোনা ছাড়াও যে আমাদের আরো রোগ আছে সেদিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দিতে হবে। করোনা আবহাওয়ায় অন্যান্য রোগের পেশেন্টরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।”***

আরেকজন অংশগ্রহণকারী, যাকে মাসে দুবার চেকআপের জন্য যেতে হত এবং তার অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল, কিন্তু তাকে দুই মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদি অস্ত্রোপচার সময়মতো করা যেত, তবে তিনি এতদিনে ৯০ শতাংশ সেরে উঠতে পারতেন তবে দেরি হওয়ায় তিনি এখন পর্যন্ত ৭৫শতাংশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গুরুতর প্রতিবন্ধী একজন মহিলা উত্তরদাতা জানান, এই মহামারী পরিস্থিতি চলাকালীন তার নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তিনি কমোরে আঘাত পেয়েছেন যা অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা দরকার, তবে এই পরিস্থিতির জন্য তিনি তা করতে পারেন নি, এখন তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী। উপযুক্ত পরিবহন এবং প্রবেশগম্য অবকাঠামোর অভাবের জন্য তিনি চেকআপের জন্য হাসপাতালে যেতে পারেন নি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে চিকিৎসকরা এখন কেবল করোনা রোগীদের নিয়েই ব্যস্ত তাই অন্যান্য রোগীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। কয়েকজন অংশগ্রহনকারী বলেছেন যে, রোগীর সাথে করোনার নেগেটিভ রিপোর্ট না থাকলে কিছু হাসপাতাল চিকিৎসা করতে চায় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা নেবার ক্ষেত্রে এটি আরেকটি হয়রানির কারন।

## ৩.২ অবাধ তথ্য প্রবাহে প্রবেশাধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন নন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় তারা এই সকল তথ্য পাওয়ায় কিছুটা এগিয়ে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যকরভাবে যুক্ত প্রতিবন্ধী মানুষেরা এই তথ্যগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে আছেন। অন্যদিকে, ইন্টারনেট সংযোগের দুর্বলতার কারণে ঢাকা শহরের বাইরে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সঠিকভাবে তথ্য পাচ্ছেন না। তারা ওয়েবসাইট সম্পর্কিত এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, তাছাড়া কেউ এ সম্পর্কে তাদের অবহিতও করছে না। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তারা তথ্য গ্রহনের জন্য স্বাস্থ্যসেবাগুলোতে কোনও ইশারা ভাষায় অনুবাদ পরিষেবা পাচ্ছেন না। যখন তারা চিকিৎসক দেখাতে যাচ্ছেন তখন তাদের সাথে একজন ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়ে গেলে তারা চিকিৎসকের নির্দেশাবলী আরও ভালভাবে বুঝতে পারছেন, কিন্তু একা গেলে চিকিৎসকরা নির্দেশনা লিখে দিতে খুব একটা আগ্রহী হন না, যার ফলে তারা সঠিকভাবে নির্দেশনাগুলো বুঝতে পারেন না। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলে কোথায় যাবেন সে তথ্য তারা জানেন না। টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়া তাদের জন্য তথ্য্ জানার সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম।

উত্তরদাতাদের ৭১ শতাংশ বলেছেন যে তারা সঠিকভাবে তথ্য পাচ্ছেন না। এরমধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার বিষয়গুলোও রয়েছে। তবে ২১ শতাংশ বলেছেন যে তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন এবং ৮ শতাংশ উত্তরদাতাদের কাছে তা প্রবেশগম্য নয়।

কিছু ডিপিও এবং এনজিও ওয়েবসাইট বাংলা সাইন ইশারা ভাষায় তথ্য সরবরাহ করেছে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে সরকার তাদের নিয়মিত কোভিড ১৯ বুলেটিনে কোনও বাংলা ইশারা ভাষায় ব্যাখ্যা সরবরাহ করেনি, ডিপিওদের সফল হস্তক্ষেপের পরে, বাংলা ইশারা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। উপরন্তু, বিসিসি এবং আইইসি উপকরণগুলির অভাব এবং তাদের যথাযথ প্রচার, সরকার এবং এনজিওগুলির বড় ফন্টে নথিপত্রগুলো পাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

## 

## ৩.৩ ওষুধের অবাধ প্রাপ্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তাদের জরুরি প্রয়োজনে কোনও ওষুধ সরবরাহ বা পাওয়ার সুযোগ রাখা হয় নি। ৫৪ শতাংশ অংশগ্রহনকারী প্রতিবন্ধীরা ব্যক্তিরা বলেছেন তাদের আশেপাশের ফার্মাসি থেকে নিয়মিত ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং বেশিরভাগই তাদের আত্মীয়দের মধ্যে থাকা চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহন করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে প্রয়োজনে তারা হাতুড়ে চিকিৎসকও দেখিয়েছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোনও সরকারী চিকিৎসা পরিষেবা ছিল না এবং উত্তরদাতাদের ৩৩ শতাংশ বলেছেন যে তারা নিজেরাই সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারবেন এবং ১৩ শতাংশ বলেছেন এর প্রয়োজন হয়নি।

# ৪. কোভিড -১৯ চলাকালীন সামাজিক সুরক্ষায় পরিবর্তন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাংলাদেশে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার আওতায় সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবাদির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা, উপবৃত্তি পান । যদিও, কোভিড -১৯ পরিস্থিতি চলাকালীন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ জরুরি সহায়তা প্রদানের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যাতে তারা এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে স্বচ্ছল থাকতে পারে । অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ বলেছেন যে তারা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সরকারের কাছ থেকে কোনও সহায়তা পাননি।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক বা অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক কিস্তি সংগ্রহের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ প্রক্রিয়াটি একই ছিল, যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য কোনও প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয় নি এবং কয়েকটি জেলায় ভাতা আদৌ বিতরণ করা হয়নি। জিটুপি (সরকার থেকে ব্যক্তি) প্রক্রিয়ায় মোবাইলের মাধ্যমে এই ভাতা বিতরণের প্রক্রিয়া দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে আগের চেয়ে দ্রুত ভাতা পেতে পারে তার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সমস্ত নিবন্ধিত ব্যক্তিদের আওতায় আনা ভাতা বিতরণ প্রক্রিয়াকে আরও ধীর করে তুলেছে। তাই নগদ অর্থ হাতে পেতে তাদের ৩ থেকে ৯ মাস বা আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তারপরও, ৩৩ শতাংশ মনে করেন যে প্রক্রিয়াটি আগের থেকে আরও ভাল হয়েছে কারন সরকার মোবাইলের মাধ্যমে ভাতা প্রেরণের উদ্যোগ নিয়েছে, তাই ব্যাংকগুলি থেকে অর্থ সংগ্রহের যে হয়রানি, তা হ্রাস পাবে। ১৩ শতাংশের এ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না।

এছাড়া, সরকার ঘোষণা করেছে যে সরকারের অন্য কোনও নিয়মিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জরুরি খাদ্য বা নগদ সহায়তা পাবেন না। সুতরাং, সেই ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোভিড-১৯ জরুরি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল পার্সন (এনডিডি) ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল। অধিকন্তু, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (জেপিইউএফ) খাদ্য সহায়তার জন্য সারা দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ১০ কোটিরও বেশি বাজেট বরাদ্দ করেছে যা নিবন্ধিত প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ৭ সেন্টেরও কম। তবে জেপিইউএফ স্থানীয় ডিপিও-র মাধ্যমে ঢাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১০ লক্ষ টাকাও বিতরণ করেছে।

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি যে কেউই সরকারের জরুরি নগদ সহায়তা পাননি তবে ২১% অংশগ্রহণকারীরা ডিপিও এবং এনজিওর কাছ থেকে নগদ সহায়তা পেয়েছে।

স্থানীয় সরকার থেকে, ৬৭% উত্তরদাতারা কোনও সমর্থন পাননি এবং ৩৩% বলেছেন যে তারা কিছু খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন।

# ৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানে কভিড -১৯ এর প্রভাবসমূহ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আয় এবং সুযোগগুলি হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। উত্তরদাতাদের ৯৬% বলেছেন যে এটি তাদের কর্মসংস্থান বা জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।

বেকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নতুন চাকরীর অপ্রতুলতার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং নতুন কোন নিয়োগ প্রক্রিয়াও ঘোষণা করা হয়নি।

প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তারা সরকারের আর্থিক উদ্দীপনা প্যাকেজগুলি থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন পাননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা প্রয়োজনীয় তথ্য পায়নি এবং বিশ্বাস করেন যে তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে তারা তহবিল পাবেন না।

একজন প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা জানিয়েছেন যে প্রথম ধাপের কোভিড-১৯ লকডাউনের কারণে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং যার ফলে তিনি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ঋণখেলাপি হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি নতুন কোন ঋণ বা ছাড় দিয়ে তা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পান নি। তিনি প্রতি বছর তার পণ্য বিক্রির জন্য ৩ থেকে ৪টি মেলায় অংশ নিতেন, তবে এই মহামারী চলাকালীন সেই মেলাগুলি হয়নি, এবং তিনি তার লক্ষ্য অনুযায়ী তার পণ্যগুলি বিক্রয় করতে পারেন নি। অথচ তিনি যে ঋণ নিয়েছেন তার কিস্তিগুলো প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। গত বছর থেকে এখন অবধি তিনি মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য এক ভয়াবহ অবস্থায় বাস করছেন।

প্রতিবন্ধী দু'জন নারী বলেছিলেন যে তাদের কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠানে ১০০জন ব্যক্তির মধ্যে একমাত্র প্রতিবন্ধী নারী হওয়া সত্ত্বেও তার পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাকে কোনও লিখিত কারণ প্রদান করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে যে এটি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশিকা অনুসারে করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী নারী যারা কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলে থাকেন তারা তাদের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের মতো প্রযুক্তি ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতে সমস্যায় পড়েছেন। হোস্টেলে এগুলি ব্যবহারের অনুমতি নেই। সুতরাং, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী হওয়ায় যে চাকরি হারিয়েছেন তার অন্য কোনও কাজ খুঁজে পেতে এবং অনলাইনে কাজ বা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই বাধার জন্য তার আগের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা ছিল। একটি জাতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদক হওয়ার কারণে তার সমস্ত কাজ দোকানে গিয়ে সম্পন্ন করে অফিসে পাঠাতে হত। তিনি এই নিয়মের প্রতিবাদ করতে পারেননি কারণ এই সঙ্কটের মুহুর্তে তাঁর থাকার আর কোনও জায়গা নেই।

২৪ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, কেবলমাত্র ১৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারীদের দূর থেকে কাজ করার সুযোগ ছিল এবং বাধার মুখোমুখি হয়েছিল, ৪ শতাংশ বলেছে যে কোনও বাধা ছিল না এবং ৭৯ শতাংশ এর জন্য বাড়িতে থেকে কাজ করার কোনও সুযোগ ছিল না।

# ৬. কোভিড-১৯ চলাকালীন অপরাধ এবং সহিংসতায় পরিবর্তনসমূহ

একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলছিলেন যে, একজন ছাত্র হিসাবে তিনি তার পারিবারিক ব্যয়ে অবদান রাখতে উপার্জনের জন্য টিউশনি করতেন। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তিনি উপার্জন হারিয়েছেন এবং যে টাকা তিনি তার পরিবারকে আগে দিতেন এখন আর সেটি দিতে পারছেন না। যেহেতু তাঁর পরিবারের সদস্যরাও চাকরি হারিয়েছেন এবং তাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তাই তিনি আশংকা করছেন যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেলে, তার ভাইয়েরা তাকে বোঝা মনে করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারেন। কখনও কখনও তার ভাই বা পরিবারের অন্য সদস্যরা সামান্য কারণে তাকে মারধর করলেও তার স্নাতক শেষ করার প্রয়োজনীয় সমর্থন ও আশ্রয় হারাবার ভয়ে তিনি কিছু বলতে বা বিদ্রোহ করতে পারেন না।

তিনজন অংশগ্রহণকারী আমাদের জানিয়েছেন যে কোভিড-১৯ এর সময় পুরানো শত্রুরা আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো পারিবারিক শত্রু এবং পারিবারিক সম্পত্তির সাথে এই শত্রুতা যুক্ত। সুতরাং, তারা এই অবস্থায় আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সামগ্রিকভাবে, ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতারা বলেছেন যে তাদের সাথে যে কোন সময় যে কোন ধরনের অপরাধ বা সহিংসতা ঘটতে পারে বলে তারা ভয় পাচ্ছেন।

# ৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ সুবিন্যাস্ত উপাত্ত

সরকার তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পুরুষ ও নারীদের তথ্য সরবরাহ করছেন প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে। দুঃখজনক হলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনও সুবিন্যাস্ত উপাত্ত সেখানে সরবরাহ করা হয়না। অংশগ্রহণকারীদের ৯২ শতাংশ বলেছেন যে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে পৃথক কোন তথ্য সরকারী বা বেসরকারী উৎস থেকে খুঁজে পাননি।

এমনকি সরকার প্রদত্ত নগদ বা খাদ্য সহায়তা সুবিধাভোগী তালিকার বাইরে ছিলেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। তদুপরি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর কোভিড-১৯ এর আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য নাগরিক সমাজের বেশিরভাগ গবেষণায় বা রিপোর্টে অনুপস্থিত। প্রতিবন্ধিতা-ভিত্তিক কিছু সংস্থা এবং কয়েকটি মূলধারার সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে সন্নিবেশিত করেছে।

সরকার ৪০ বছরের বেশি বয়সীদের টিকা প্রদান করছে। এই পরিষেবাটি একটি অ্যাপের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই এটি সম্পর্কে জানতেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি ব্যবহার করেছেন তবে বয়সের সীমাবদ্ধতার কারনে তারা সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন নি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের জন্য এটি ব্যবহার অনুপযোগী বলে মনে করেন। তবে, ৯৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিক, সেক্ষেত্রে কীভাবে এই টিকা তারা গ্রহণ করতে পারবেন সে সম্পর্কে সরকার কোন তথ্য বা পরিকল্পনা উল্লেখ করেন নি। এমনকি তথ্য বিন্যাসেও কোন পৃথক নির্দেশক নেই যা থেকে টিকা নেয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

এই মহামারীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য ডিপিও, এনজিও, এবং আইএনজিও বাংলাদেশে কিছু গবেষণা ও জরিপ চালিয়েছে। এফসিডিও’র অর্থায়নে ডিপিওদের সহযোগিতায় Innovation to Inclusion (i2i) প্রোগ্রামের আওতায় এপ্রিল এবং মে ২০২০ সালে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ও কেনিয়ায় [Impact of COVID-19 on the lives of people with disabilities](https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/i2i-covid19-survey-accessible.pdf) এই জরিপ চালানো হয়। কোভিড-১৯ এর প্রস্তুতি নিয়ে ৭৩জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে ব্রিজ ফাউন্ডেশেন অনলাইনে একটি সমীক্ষা [Online Survey](https://www.theindependentbd.com/post/246047) চালিয়েছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর কোভিড -১৯ কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা জানতে শীর্ষস্থানীয় আইএনজিও ব্র্যাক, ["Brac’s skills development program"](https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/05/16/the-ones-overlooked) শিরোনামে ৬৫ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। যেখানে উঠে এসেছে যে, সঙ্কটের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রয়োজন, সেটি নগদই হোক বা খাবার বা চিকিৎসা পরিষেবা।

**৮. জনওকালতি**

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আমরা দেখেছি যে তহবিল এবং মানবসম্পদ ঘাটতির ফলে বেশিরভাগ ডিপিও তাদের কার্যক্রম সীমিত করে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। এটি কোভিড-১৯ এর সাথে লড়াই করার জন্য তাদের জনওকালতির প্রচেষ্টাকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে। ডিপিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতেও সরকারের আগ্রহ কম। কিছু ডিপিও এবং সিএসও জাতীয় স্তরের পরামর্শ বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করলেও সেখানে তৃণমূলের ডিপিও’রা অংশ নেওয়ার এবং মতামত দেওয়ার সুযোগ পাননি। তবে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে আলোচনার কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। উত্তরদাতাদের মাত্র ১৭ শতাংশ বলেছেন যে তারা সরকারের জনওকালতির কাজে জড়িত হতে পেরেছেন। তবে তাদের বেশিরভাগই ডিপিও নেতা বা প্রতিনিধি।

# ৯. সুপারিশ

* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া দিতে হবে। তাদের মধ্যে গুরুতর প্রতিবন্ধী মানুষের সংস্পর্শে থাকা পিতা-মাতা / সহায়তাকারী / তাদের ব্যক্তিগত সহায়তায়কারীদের টিকা প্রদানে বিবেচনা করা উচিত।
* কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে এবং গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা করা উচিৎ।
* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যারা নিয়মিত নগদ অর্থ বা অন্য কোন সরকারী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী থেকে সহায়তা গ্রহণ করছেন, তাদেরকে কোভিড-১৯ এর নগদ সহায়তা থেকে বাদ দেওয়ার বৈষম্যমূলক সরকারি নির্দেশ পরিবর্তন করতে হবে । সামাজিক সুরক্ষার নগদ সহায়তা বিতরণের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা এবং বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রদত্ত সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো উচিত।
* সামাজিক সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনা করে আরও অধিক পরিমানে অন্তর্ভুক্তিমুলক করা উচিৎ যাতে করে কোভিড-১৯ মহামারীর মত জরুরি সঙ্কট মোকাবেলা সম্ভবপর হয়ে উঠে।
* গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় খাদ্য সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধা সমূহ পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন।
* কোভিড-১৯ সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষত দৃষ্টি, স্বল্প দৃষ্টি, বধির এবং স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। সকল গণমাধ্যমের দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।
* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সরকারের একটি গাইডলাইন থাকলেও সেই নির্দেশিকাগুলির কোনও প্রচার না থাকায় বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সম্পর্কে জানেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে উপযুক্ত সুযোগসুবিধা পায় সে জন্য এগুলোর যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগের প্রয়োজন।
* মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশা কাটিয়ে উঠতে একটি অনলাইন কাউন্সেলিং পদ্ধতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করতে পারে।
* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা, প্রবেশগম্যতা এবং সামাজিক সুরক্ষা সমস্যার সমাধানের জন্য পৃথক অভিযোগ সেল/কেন্দ্র গঠন করা উচিত।
* স্বাস্থ্যপরিষেবা, পরিবহন এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত জায়গাগুলির জন্য, বিশেষত স্বাধীন জীবনযাপনে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা জরুরি। গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ জরুরি পরিবহন পরিষেবারও ব্যবস্থা করা দরকার।
* অনলাইন শিক্ষার সুযোগগুলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে হবে, স্মার্টফোন এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার কেনার জন্য একটি বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা উচিত, যাতে তারা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বাদ অথবা ঝড়ে না পড়েন।

# ১০. উপসংহার

যেমনটা আমরা জানি যে, প্রতিবন্ধী মানুষেরা সকল প্রান্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশীমাত্রায় প্রান্তিক, তাই যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় তাদের অবস্থা আরো বেশি মাত্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১০০ বছরের মধ্যে, বর্তমানে কোভিড-১৯ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যার ফলে পুরো বিশ্ব একটি সার্বজনীন রূপ নিয়েছে এবং সকলের পারস্পরিক আত্মনির্ভরশীলতা এক নজিরবিহীন জায়গায় এসে দাড়িয়েছে। এছাড়াও লকডাউন ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার নীতি এমন এক শূন্যস্থানের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ এর সাথে লড়াই করার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু পদ্ধতিগত অস্বচ্ছতা, দায়িত্বহীনতা এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রনের অভাবে সরকার প্রদত্ত সুবিধাগুলো থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা আশানুরুপভাবে উপকৃত হচ্ছে না। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ এর সংস্থা সমূহের এসডিজি এর লক্ষ্য এবং সিআরপিডি’র অনুচ্ছেদগুলোর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা উচিত। স্থানীয় ডিপিওসমূহ এ বিষয়ে সকল ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

# সংযুক্তি - ১

**সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন**

জীবন

* **মহামারী কি আপনার জীবনের হুমকি বাড়িয়ে দিয়েছে, বা এটা কি আপনার স্বাস্থ্য এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে**? **যদি হাঁ হয়, তবে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।**
* **মহামারী চলাকালীন আপনি কি আপনার কমিউনিটিতে বা অন্য কোথাও নেতিবাচক মনোভাব / বা বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছেন?**
* **আপনার মানসিক সুস্থতা কীভাবে মহামারী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে**?
* **মহামারীর কারণে আপনার কি খাবার বা পরিষ্কার পানি পেতে অসুবিধা হয়েছে**? **বা মহামারী কি এই অসুবিধা বাড়িয়েছে**?
* **যদি আপনার পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা না থাকে তবে আপনি কীভাবে হাত ধোন**?
* **আপনার কি এখন (বা আগে) ব্যক্তিগত প্রতিরোধক সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন একটি মাস্ক, গ্লাভস বা গাউন পেতে অসুবিধা হচ্ছে**? **এবং আপনার কি পিপিই পরতে বা খুলতে সমস্যা হয়**? **যদি হাঁ হয়, তবে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।**

নিরাপত্তা

* **আপনি কি নিজেকে আরও দুর্বল বা অপরাধের ঝুঁকিতে আছেন বলে মনে করেন**? **যদি হ্যাঁ হয়, তবে ব্যাখ্যা করুন কেন**?
* **আমরা আপনার বাড়িতে আপনার সুরক্ষা সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে**? **যদি হ্যাঁ হয়: প্রতিদিনের জীবনের ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনের কারণে আপনি কি কোনও নতুন ধরণের সহিংসতার সম্মুখিন হচ্ছেন? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কোথায়**?(**উদাঃ, বাড়িতে**, **রাস্তায়)**

বসবাসের অবস্থা

* **মহামারীজনিত কারণে আপনার পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে**? **কোন নতুন বা অতিরিক্ত দায়িত্ব যুক্ত হয়েছে কি**? **যেমন, পিতা-মাতা তাদের সন্তানের শিক্ষক হচ্ছেন।**
* **পরিবারে ভাগাভাগি করে থাকার জায়গায় বেড়ে যাওয়া সদস্যদের চাপ কীভাবে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে**?
* **মহামারীটি কী স্বাধীনভাবে বাঁচার অবস্থাকে আরও কঠিন করে তুলেছে**? **যদি তাই হয়, কিভাবে**?
* **মহামারীটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলিতে প্রভাব ফেলেছে যেমন - ব্যক্তিগত সহায়তাকারি পাওয়া**?
* **প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি ঘটছে সে সম্পর্কে কি আপনি সচেতন**?
* **আপনি কী জানেন যে মহামারীটি কীভাবে অভ্যন্তরীনভাবে স্থানান্তরিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শরণার্থী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছে**?

স্বাস্থ্যসেবা

* **আপনি কি উদ্বিগ্ন যে আপনি যদি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন তবে জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না, বা অন্যদের মতো সমানভাবে সেই সুযোগ পাবেন না**?
* **আপনি যেখানে থাকেন সেখানে এমন কোনও নীতি সম্পর্কে কি অবগত আছেন যা অন্যদের সাথে আপনার সমান চিকিত্সা গ্রহণে প্রভাব ফেলবে**?
* **স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়, সম্পূর্ণরূপে তথ্য পাচ্ছেন, যেমন - ইশারা ভাষার দোভাষী? যদি তা না হয় তবে পরিস্থিতি কী তা বর্ণনা করুন।**
* **স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় আপনার সাথে কি কোনও ব্যক্তিগত সহযোগিতাকারি বা ইশারা ভাষার দোভাষী যেতে পারেন? যদি তা না হয় তবে পরিস্থিতিটি কী তা বর্ণনা করুন।**
* **আপনি কোভিড-১৯ চলাকালীন অ-নির্বাচনী সার্জারি বা চিকিত্সা বা এমনকি জীবন রক্ষার পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতালগুলিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন**?
* **নিজ নিজ বাসস্থানে থাকার নির্দেশকালিন পরিস্থিতিতে সময়ে আপনার ওষুধ বা অন্যান্য চিকিত্সা সরবরাহের প্রয়োজনে আপনি কীভাবে এই জিনিসগুলি পান**?
* **মহামারী চলাকালীন নিয়মিত চিকিত্সা এবং নিয়মিত ফলোআপ করার ক্ষেত্রে আপনার প্রবেশাধিকারে কি কোন প্রভাব ফেলেছে**?

সামাজিক সুরক্ষা

* **আপনার দেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় কি কোন পরিবর্তন হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী নীতিগুলি খারাপ হচ্ছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে**?
* **সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা কি দেওয়া হচ্ছে**? **কীভাবে**?
* **আপনি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কোনও নগদ সুবিধা কি আপনি পেয়েছেন**?
* **আপনার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কোনও নতুন ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে**?
* **আপনার স্থানীয় সরকার মহামারী চলাকালীন আপনাকে কোনও সহায়তা দিচ্ছে (উদাঃ, নিত্যপণ্য বা ওষুধ সরবরাহ করা)**?

কর্মসংস্থান

* **মহামারী কীভাবে আপনার কর্মসংস্থান / জীবনযাত্রার সুযোগগুলিকে প্রভাবিত করেছে**?
* **আপনি যদি দূর থেকে কাজ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি কি প্রবেশগম্যতায় বাধা পেয়েছেন**? **যদি হাঁ হয়, তবে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।**

জরুরী পরিকল্পনা

* **আপনি কি আপনার জাতীয় এবং / অথবা স্থানীয় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন**? **এই তথ্য পৌছে দেয়ার জন্য আপনাকে কি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে**?
* **জরুরী পরিকল্পনার ওয়েবসাইট, সরকারী ঘোষণা এবং নথী কি প্রবেশগম্য**? **যদি না হয়, তবে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।**

**ডাটা**

* **দয়া করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং/অথবা সাধারণ তথ্য সম্পর্কিত জাতীয় স্তরের ডাটা এবং কোভিড-১৯ এর ডাটার ক্ষেত্র আলাদা করুন।**

**জনওকালতি**

* **আপনি কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন - তথ্য পাওয়া, সামাজিক সুরক্ষা এবং / অথবা টিকা নেয়ার মতো সুযোগগুলিতে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার জনওকালতি কাজে অন্তর্ভুক্ত?**

টিকা

* **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কীভাবে আপনার দেশে টিকা গ্রহন করতে পারে সে সম্পর্কে আপনার সরকার কী কোনও তথ্য / পরিকল্পনা আপনার সাথে বিনিময় করেছেন?**
* **টিকার তথ্য পেতে এবং / বা টিকা গ্রহণে আপনি কি কোন বাধা পেয়েছেন? যদি হাঁ হয়, তবে দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।**

**আপনি চাইলে অন্য যে কোনও তথ্য যুক্ত করুন।**

**সমাপ্তি**

**আপনার সম**য়ের **জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে জানান আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আপনি যদি চান তবে উত্তরগুলি লেখার পরে আমরা সেগুলি বিনিময় করে নিতে পারি যাতে আমরা যা লিখেছি সেখানে আপনি কোন কিছু যুক্ত বা সংশোধন করে দিতে পারেন। এছাড়াও, আপনার যদি এমন কোনও তথ্য থাকে যা আপনি পরে যুক্ত করতে চান তবে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।**